# করিন্থের ইমানদার-দলের কাছে হযরত পৌল রা. লেখা প্রথম চিঠি

## বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

## রুকু: ১১

[১]আমি যেমন মসিহকে অনুকরণ করছি, তেমনি তোমরাও আমাকে অনুকরণ করো। [২]আমি তোমাদের প্রশংসা করছি, কারণ তোমরা সব ব্যাপারেই আমাকে স্মরণ করে থাকো এবং আমি তোমাদের যে-পরম্পরাগত শিক্ষা দিয়েছি, তা আঁকড়ে আছো।

[৩]কিন্তু আমি চাই, তোমরা যেনো বুঝতে পারো যে, মসিহ প্রত্যেক পুরুষের মাথা এবং স্বামী তার স্ত্রীর মাথা, আর আল্লাহ মসিহের মাথা। [৪]যে-পুরুষ এবাদত করার কিংবা ভবিষ্যৎবানী বলার সময় নিজের মাথা ঢেকে রাখে, সে তার মাথার অসম্মান করে। [৫]কিন্তু যে-মহিলা এবাদত করার কিংবা ভবিষ্যৎবানী বলার সময় নিজের মাথা ঢেকে রাখে না, সে তার মাথার অসম্মান করে- সে একপ্রকার মাথা-কামানো মহিলার মতো হয়ে পড়ে। [৬]কোনো মহিলা যদি মাথা না-ঢাকে, তাহলে সে তার চুলও কেটে ফেলুক; কিন্তু কোনো মহিলার পক্ষে চুল কেটে ফেলা বা মাথা কামিয়ে ফেলা যদি লজ্জার ব্যাপার হয়, তাহলে সে তার মাথা ঢেকে রাখুক। [৭]পুরুষের পক্ষে মাথা ঢেকে রাখা উচিত নয়, কারণ সে আল্লাহর সুরত ও প্রতিচ্ছবি কিন্তু নারী পুরুষের প্রতিচ্ছবি।

[৮]বস্তুত পুরুষ নারী থেকে আসেনি কিন্তু নারী পুরুষ থেকে এসেছে। [৯]নারীর জন্য পুরুষের সৃষ্টি হয়নি কিন্তু পুরুষের জন্য নারীর সৃষ্টি হয়েছে। [১০]এজন্য নারীর উচিত, ফেরেস্তাদের কারণে, তার মাথায় কর্তৃত্বের একটি প্রতীক রাখা।

[১১]তবুও আল্লাহর দৃষ্টিতে নারী পুরুষের থেকে স্বাধীন নয় এবং পুরুষও নারীর থেকে স্বাধীন নয়। [১২]কারণ নারী যেমন পুরুষ থেকে এসেছে, তেমনি পুরুষও নারীর মধ্য দিয়ে এসেছে; কিন্তু সবকিছু আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে। [১৩]তোমরা নিজেরাই বিবেচনা করে দেখো: মাথায় কাপড় না-দিয়ে আল্লাহর ইবাদত করা কি কোনো নারীর শোভা পায়?

[১৪]প্রকৃতি নিজেই কি তোমাদের এ-শিক্ষা দেয় না যে, কোনো পুরুষ যদি লম্বা চুল রাখে, তাহলে তা তার জন্য অসম্মানের বিষয়, [১৫]কিন্তু কোনো নারীর যদি লম্বা চুল থাকে, তাহলে তা তার জন্য গৌরবের বিষয়? কারণ নারীকে চুল দেওয়া হয়েছে তার আবরণ হিসেবে। [১৬]কিন্তু কেউ যদি এ-বিষয়ে তর্ক চালিয়ে যেতে চায়, তাহলে বলবো- অমন কোনো প্রথা আমাদের কিংবা আল্লাহর সমগ্র ইমানদার দলের মধ্যেও নেই।

[১৭]এখন নিচের নির্দেশনাগুলোর বিষয়ে আমি তোমাদের প্রশংসা করতে পারছি না, কারণ তোমরা যখন সমবেত হও, তখন তা ভালোর জন্য না-হয়ে বরং খারাপের জন্য হয়। [১৮]প্রথমত, আমি শুনতে পাচ্ছি, তোমরা যখন দল হিসেবে একত্রিত হও, তখন তোমাদের মধ্যে দলাদলি থাকে; আর আমি তা কিছুটা বিশ্বাসও করি।

[১৯]নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে দলাদলি থাকতে হবে, কেবল তাহলেই এটি পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, তোমাদের মধ্যে খাঁটি লোক কারা। [২০]তোমরা যখন একত্রিত হও, তখন তা আসলে মসিহের নির্দেশিত অনুষ্ঠানের জন্য হও না। [২১]কারণ খাবার সময় হলে তোমরা প্রত্যেকে নিজ-নিজ খাবার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ো; তাতে কেউ ক্ষুধার্ত থেকে যায়, কেউ আবার মাতাল হয়ে পড়ে।

[২২]এ কেমন রীতি! খাওয়াদাওয়া করার জন্য কি তোমাদের ঘরবাড়ি নেই? অথবা তোমরা কি আল্লাহর দলকে অবজ্ঞা করছো এবং যাদের কিছু নেই তাদেরকে লজ্জা দিচ্ছো? আমি তোমাদের কী বলবো? আমি কি তোমাদের প্রশংসা করবো? না, এ-ব্যাপারে আমি তোমাদের প্রশংসা করতে পারছি না!

[২৩]আমি তোমাদের যে-শিক্ষা দিয়েছি তা আমি আল্লাহর কাছ থেকে পেয়েছি; তা হলো এই: যে-রাতে হযরত ইসা আ. এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিলো, সেই রাতে তিনি একটি রুটি নিয়েছিলেন; [২৪]এবং শুকরিয়া জানানোর পর, তিনি তা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে বলেছিলেন, "তোমাদের জন্য এই আমার শরীর। আমার স্মরণে তোমরা এমনটি করো।"

[২৫]খাবার শেষে তিনি একইভাবে পেয়ালা নিয়ে বলেছিলেন, "এই পেয়ালা আমার রক্তে সম্পাদিত নতুন ওয়াদা-চুক্তি। তোমরা যতোবার পান করবে, ততোবার আমার স্মরণেই তা করবে।"

[২৬]সেজন্য মসিহ না-আসা পর্যন্ত তোমরা যতোবার এই রুটি খাবে এবং এই পেয়ালা থেকে পান করবে, ততোবারই তাঁর মৃত্যুর কথা প্রচার করবে। [২৭]সুতরাং, যে-কেউ অযোগ্যভাবে মসিহের রুটি খায় ও পেয়ালা থেকে পান করে, মসিহের দেহ ও রক্তের জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে। [২৮]নিজেদেরকে পরীক্ষা করে দেখো, আর তারপরেই কেবল এই রুটি খাও এবং এই পেয়ালা থেকে পান করো। [২৯]কারণ যারা দেহটিকে না বুঝে খায় ও পান করে, তারা নিজেরা নিজেদের শাস্তি খায় ও পান করে।

[৩০]সেজন্যই তোমাদের মধ্যে অনেকে দুর্বল আর অসুস্থ, আবার অনেকে মারাও গেছে। [৩১]কিন্তু আমরা নিজেরা যদি নিজেদের বিচার করতাম, তাহলে আমরা বিচারিত হতাম না। [৩২]কিন্তু আল্লাহ যখন আমাদের বিচার করেন, তখন আমাদেও শাসন করা হয়, যাতে আমরা দুনিয়ার সাথে দোষী সাব্যস্ত না-হই।

[৩৩]সুতরাং, ভাই ও বোনেরা আমার, তোমরা যখন খাবার জন্য একত্রিত হও, তখন একে অন্যের জন্য অপেক্ষা কোরো। [৩৪]তোমাদের যদি খিদে পায় তাহলে বাড়িতেই খেয়ে নিয়ো, যাতে তোমাদের একত্রিত হওয়াটা শাস্তির কারণ হয়ে না-দাঁড়ায়। আমি যখন আসবো তখন অন্যসব ব্যাপারে নির্দেশ দেবো।